দৈনিক বাংলা

116

তারিখ ৩০/১২/৮১
পৃষ্ঠা……

382

মীরপুর গার্লস আইডিয়াল ল্যাবরেটরী ইনস্টিটিউট

সম্পূর্ণ সরকারী অনুদানে প্রতিষ্ঠিত এবং সহস্রাধিক শিক্ষার্থীর বিদ্যাপীঠ মিরপুর গার্লস আইডিয়াল ল্যাবরেটরী ইনস্টিটিউট আমলাদের দ্বারা গঠিত স্পেশাল কমিটির নানা অনিয়মের শিকার। উন্নতমানের এই মহিলা শিক্ষায়তনের শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ আজ সম্পূর্ণ অনিশ্চিত এবং অধ্যক্ষা, অধ্যাপিকা, শিক্ষিকা ও কর্মচারীবৃন্দ অসহায়।

উল্লেখ্য যে, ১৯৭৮ সনে প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠানটি এ পর্যন্ত বোর্ড রেগুলেশনের ৪ (ক) ধারা অনুযায়ী নিয়মিত পরিচালনা কমিটি গঠনের সৌভাগ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। ইনস্টিটিউট পরিচালনার জন্য নানা অজুহাতে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বোর্ড থেকে এক স্পেশাল কমিটির অনুমোদন অর্জন করা হয়। এর প্রায় সকল সদস্যই বিভাগীয় কমিশনারের অধীনস্থ কর্মচারী। ফলে এই স্পেশাল কমিটি কার্যত একজনের কমিটিতে পরিণত হয়েছে।

উক্ত কমিটির বিভিন্ন অনিয়ম ও বেআইনী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে অভিযোগের প্রেক্ষিতে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পরিদফতরের পরিচালক একটি তদন্ত পরিচালনা করেন এবং পরিদফতরের পত্র নং শা ৯/৫ সি-২১/৮০/৪৫৮ শিক্ষা, তারিখ ১৪-১০-৮১ বোর্ড রেগুলেশনের প্রযোজ্য ধারা মোতাবেক কমিটি পুনর্গঠনের জন্য শিক্ষা বোর্ডের নিকট অনুরোধ জানান।

অপর পক্ষে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও সচিবের নির্দেশক্রমে শিক্ষা বোর্ড ও কলেজ পরিদর্শকের মাধ্যমে তদন্ত পরিচালনা করেন। তদন্তের এক পর্যায়ে কলেজ পরিদর্শক ৩১-১০-৮১ তারিখে

জনমত

২৮৮ স্বী/৭৭/১২২৬ পত্রের মাধ্যমে কমিটির চেয়ারম্যান ও ঢাকার বিভাগীয় কমিশনারকে কমিটি কেন ভেঙে দেয়া হবে না এই মর্মে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করেন। উক্ত নোটিশের উত্তরে সন্তোষজনক না হওয়ার কারণে বোর্ডের চেয়ারম্যান বোর্ডের পত্র নং-৮২৬ তারিখ ১৩-১১-৮১ মাধ্যমে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিবের নিকট উল্লেখিত স্পেশাল কমিটি ভেঙে দিয়ে বোর্ড রেগুলেশনের ৪-(ক) ধারা অনুযায়ী সাধারণ পরিচালনা কমিটি গঠনের প্রস্তাব করেন। এই খবর প্রাপ্তির পর পরই কমিটির চেয়ারম্যান গত ১৯-১১-৮১ তারিখে মেমো নং৬২৭ এর মাধ্যমে ২৬-১১-৮১ তারিখের মধ্যে উত্তর প্রদানের জন্য অধ্যক্ষাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করে। স্পেশাল কমিটি বাতিলের আশংকায় প্রদত্ত সময়ের তিনদিন পূর্বেই (২৩-১১-৮১) সম্পূর্ণ অনিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অধ্যক্ষাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেন এবং ছাত্রী-শিক্ষিকাবৃন্দের যুক্তিসঙ্গত দাবী উপেক্ষা করে একজন বহিরাগত পুরুষ ভাইস-প্রিন্সিপ্যালকে প্রতিষ্ঠানে অধিষ্ঠিত করেছেন।

ভিন্নমত পোষণকারী অধ্যাপিকা ও শিক্ষিকাবৃন্দের দরখাস্ত, ইত্যাদি বে-আইনীভাবে গ্রহণ করা হচ্ছেনা।

ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট অভিভাবকবৃন্দের পক্ষ থেকে শিক্ষামন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিবের নিকট কমিটির উল্লিখিত অনিয়ম এবং অধ্যক্ষার বিরুদ্ধে গৃহীত অনিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিচার বিভাগীয় তদন্তসাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে এর অবসানকল্পে এক আবেদন জানানো হয়। কমিটির অনিয়ম ও বে-আইনী কর্মকলাপ থেকে বিপুল পরিমাণ সরকারী অর্থ ব্যয়ে প্রতিষ্ঠিত এলাকার একমাত্র উন্নতমানের মহিলা শিক্ষায়তনকে বাঁচানোর জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষামন্ত্রণালয়, শিক্ষা পরিদফতর, শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ পরিদফতর, শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষকে সংশ্লিষ্ট অভিভাবক ও জনসাধারণ আবেদন জানান।

উল্লেখ্য যে, উক্ত স্পেশাল কমিটি সম্প্রতি প্রায় ৬০ হাজার টাকা মূল্যের অপ্রয়োজনীয় আসবাবপত্র পরিচিত সরবরাহকারীর নিকট থেকে সংগ্রহণ করেন এবং কোন আলোচনা ব্যতিরেকেই এক লক্ষ টাকা ব্যয়ে ভিজিটরস রুম নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। অতিসম্প্রতি উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান সম্পূর্ণ অনিয়মতান্ত্রিক উপায়ে কলেজ তহবিল পরিচালনার ক্ষমতা নিজ হস্তে গ্রহণ করেছেন বলে প্রকাশ।

স. ম. ওবায়েদোল্লাহ
৮/২, পল্লবী, ঢাকা।